লোটের জীবন থেকে শিক্ষা

আদিপুস্তক ১৯.১-১৪ পদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতি অব্রাহামকে প্রশ্ন করতে দেখেছি, ***"সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করবেন না?"*** (আদি ১৮.২৫)। অব্রাহামের অনুরোধে, ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত দশ জন ধার্মিকের উপস্থিতির কারণে সদোম ও ঘমোরা বিনষ্ট না করার কথা দিয়েছেন। এই কথানুসারে, যদি দশ জনের থেকে কম ধার্মিকদের সেখানে পাওয়া যায়, তাহলে, সদোম ও ঘমোরার ধবংস অনিবার্য এবং সেই ধবংস কার্যের দ্বারা সেই কম সংক্ষক ধার্মিকের বিনষ্টতাও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর প্রকৃত অর্থে সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্তা, তিনি ন্যায় বিচারক; তিনি কখনও দুষ্টের সঙ্গে ধার্মিকের বিনাশ করতে পারেন না। তাই, ১৯ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, সদোম ও ঘমোরার বিনাশ সাধন করলেও ঈশ্বর লোট ও তার দুই কন্যাকে সেই বিনষ্টতা থেকে উদ্ধার করেছেন। এর দ্বারা সদোমের বিনাশ কার্য ও লোটের উদ্ধার কার্য, এই উভয় কার্যের মধ্যেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা আবার, ঈশ্বর অব্রাহামের প্রার্থনার উত্তরও দিয়েছেন, *"ঈশ্বর অব্রাহামকে স্মরণ করে, যে যে নগরে লোট বাস করতেন, সেই সেই নগরের উৎপাটনকালে উৎপাটনের মধ্য থেকে লোটকে প্রেরণ করলেন"* (আদি ১৯.২৯)। আজ আমরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোটের জীবন থেকে আজ আমাদের জীবনের জন্য কয়েকটি বিষয় শিখব।

এর আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, স্বয়ং সদাপ্রভু দুইজন দূতকে সঙ্গে নিয়ে অব্রাহামের সঙ্গে দেখা করে অব্রাহামকে বলেছিলেন যে, সারার এক পুত্র হবে (১৮.১০) ; যদিও সারা সেই কথা শুনে হেসেছিল। তারপর তারা সদোমের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন, যদিও ঈশ্বর স্বয়ং আরও কিছু সময় একাকী অব্রাহামের সঙ্গে কাটান ও সদোম ও ঘমোরার আসন্ন বিনাশ সম্বন্ধে অব্রাহামকে অবগত করেন। আজ আমরা ১৯ অধ্যায়ের শুরুতে দেখতে পাচ্ছি যে, সেই দু'জন দূত সন্ধ্যাবেলায় সদোমে এসে পৌঁছেছেন। তারা আর পাঁচজন মানুষের ন্যায় সাধারণ চেহারায় সেই নগরে প্রবেশ করেছেন। নগরে প্রবেশের সময় নগর দ্বারে লোটের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে।

১ পদে বলা হয়েছে, *"তখন লোট সদোমের দ্বারে বসে ছিলেন।"* এর অর্থ এমন নয় যে, লোট নগর দ্বারে বসে তার সময় কাটাচ্ছিলেন) কে আসছে বা যাচ্ছে, তা দেখছিলেন। এ হল প্রাচ্যের কথা বলার এক ভঙ্গিমা এবং এর অর্থ হল, লোট ছিল সেই নগরের নগরপাল *(Mayor)* ছিলেন; তাই সেই নগরে প্রবেশকারী বিদেশিদের কেবল অভিনন্দন জানানো নয়; তারা কী উদ্দেশ্যে এসেছে, তা জানাও ছিল তার অন্যতম কাজ। এইভাবে, আমরা যখন লোটকে এই পদমর্যাদায় দেখি, তখন আমরা খুব সহজেই লোট কীভাবে তার জীবনে উন্নতিকে স্পষ্ঠ দেখতে পাই।

লোটকে আমরা সর্বপ্রথম কল্‌দীয় দেশের ঊরে দেখেছিলাম, যেখান থেকে সে কাকা অব্রাহামের হাত ধরে হারণে এসেছিল (আদি ১১.৩১)। অব্রাহামের পিতা তেরহের মৃত্যুর পর লোট আবার অব্রাহমের সঙ্গে কনানে এবং দুর্ভিক্ষের সময় কনান থেকে মিশরে যায় (১২ অধ্যায়) । মিশর থেকে ফিরে আসার সময় অব্রাহাম ও লোট উভয়েই অনেক জাগতিক সম্পত্তির অধিকারী হয়। তাই, কনানে ফিরে এসে তারা প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা হল, উভয়ের পশুপালকদের মধ্যে বিবাদ, *"তাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে তারা একত্র বাস করতে পারল না"* (১৩.৬)। তখন বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও অব্রাহাম দেশ পছন্দ করতে লোটকে প্রথম সুযোগ দিলেন। তখন লোট চোখ তুলে দেখেছিল, *"জর্দনের সমস্ত অঞ্চ ল সোয়র পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চ ল সজল, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়, মিশর দেশের ন্যায়"* (১৩.১০)। মিশর থেকে সদ্য প্রত্যাবর্তনকারী লোট মিশরের জাগতিক স্বাচ্ছন্দ ও আনন্দ এখনও ভুলতে পারেনি, তা তাকে দেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু কেবল জাগতিক স্বাচ্ছন্দ নয়, পাশাপাশি সদাপ্রভুর উদ্যানের কথাও লোট চিন্তা করেছে। বাইবেলে *"সদাপ্রভুর উদ্যান"* বলতে সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে

মধুর সহভাগিতাকে নির্দেশ করা হয়েছে (যেমন এদেন উদ্যানে আদম হবা সেই আশির্বাদ ভোগ করত)। তাই, লোট যখন সদোমের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল, সে মনে মনে ভেবেছিল, সদোমে সে একইসঙ্গে দুটি বিষয় ভোগ করতে পারবে) একদিকে, জাগতিক স্বাচ্ছন্দে পূর্ণ আরামপ্রদ জীবন, এবং অন্যদিকে, ঈশ্বরের সঙ্গে মধুর সহভাগিতা। তাই বাইবেল বলে, *"লোট নিজের জন্য জর্দনের সমস্ত অঞ্চ ল মনোনীত করে পূর্বদিকে গেল"* (১৩.১১)। অর্থাৎ, লোটের জীবনে লক্ষ্য হল, একদিকে সম্পত্তির মালিক হও এবং অন্যদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রাখ।

এই পৃথিবীর মাটিতে যদিও বিভিন্ন ধরণের মানুষ আছে, কিন্তু আমরা সবাই এই পৃথিবীতে সফল মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাই। তাই, বিভিন্ন পদ্ধ তিকে ব্যবহার করে আমরা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চাই। কেউ কেউ জাগতিক সাফল্যের জন্য জগতের পন্থা ব্যবহার করি। কেউ আবার জাগতিক পন্থা ব্যবহারের পাশাপাশি ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলি। কেউ আবার জাগতিক সাফল্য পাবার লক্ষ্য পূর্ণ করতে ঈশ্বর বিশ্বাসকে হাতিয়ার (ঘুষ) হিসাবে ব্যবহার করি। কিন্তু এ বিষয়ে যীশু আমাদের বলেছেন, *"প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ও তাঁর ধার্মিকতার বিষয় চেষ্টা কর, তাহলে জাগতিক বিষয় সকলও তোমাদের দেওয়া হবে"* (মথি ৬.৩৩)। অর্থাৎ, আমাদের দায়িত্ব হল তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার বিষয় চেষ্টা করা; এবং তাঁর দায়িত্ব হল আমাদের জাগতিক প্রয়োজন মেটানো। এর ঠিক বিপরীত কাজটিই লোট করেছিল, জাগতিক বিষয়কেই সে প্রথম স্থান দিয়েছিল। তাই সে প্রথমে সদোমের কাছাকাছি তার তাম্বু স্থাপন করে (১৩.১২), এবং পরে সদোমের মধ্যে বসবাস শুরু করে (১৪.১২)। কিন্তু কেবল সেখানে বাস করা নয়, ১৯ অধ্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লোট সদোমের নগরপাল পর্যন্ত হয়েছে।

২ পিতর ২.৭-৮ পদে, লোটকে ধার্মিক বলা হয়েছে। কেবল তাই নয়, আরও বলা হয়েছে যে, *সদোমের ধর্মহীন লোকদের মধ্যে বাস করতে করতে সে ক্লিষ্ট হত ও নিজের ধর্মশীল প্রাণকে কষ্ট দিত*। দুষ্ট ও পাপীষ্ঠ (আদি ১৩.১৩) মানুষদের মধ্যে বিশ্বাসী হিসাবে লোটের হৃদয়ের পরিস্থিতি আমরা কল্পনা করতে পারি। লোট হয়ত তার সদোমে বসবাসের পক্ষে এমন যুক্তির কথা চিন্তা করেছিল, *"এ কথা ঠিক যে আমি অন্য যে কোন জায়গার থেকে এখানে সবথেকে কম সময়ের মধ্যে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারব; কিন্তু কেবল সেই উদ্দেশ্যে নয়, এদের নৈতিক জীবনের উন্নতির জন্য বিশ্বাসী আমি কিছু করতে পারব; আমি হয়ত তাদের কিছু মানুষকে রক্ষা করতে পারব।"* লোট যখন সদোমে বসবাস করতে মনস্থির করেছিল, নিঃসন্দেহে এমন চিন্তা বিশ্বাসী লোটের হৃদয়ে ছিল।

১৯ অধ্যায়ে এসে আমরা সেই লোটকে সদোমের সবথেকে সম্মানিত পদমর্যাদায় দেখতে পাচ্ছি। তার প্রথম স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু এই জাগতিক সাফল্য লাভ করতে গিয়ে সে কি কিছু হারিয়েছে? এখন যে লোট তার ভবঘুরে জীবন থেকে তার জাগতিক জীবনে এমন উন্নতির চূড়ায় উঠেছে, তার সদোমে প্রবেশের সময় যে চিন্তা ছিল, তার কতখানি পূর্ণতা সে লাভ করেছে? লোট যে জাগতিক স্বাচ্ছন্দের পাশাপাশি ঈশ্বর সহভাগিতার আকাঙ্ক্ষী ছিল, তা কি সে লাভ করেছে? তার বিশ্বাসের জীবন দ্বারা লোট সদোমের মানুষের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে? পরিবর্তে, সদোমের জীবন-যাত্রা লোট ও তার পরিবারকে কতখানি প্রভাবিত করেছে?

১৯.৪-১১ পদে সদোমের লোকদের পাপ-জীবনের একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। তাদের পাপ এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে ঈশ্বর তাদের উৎপাটন করতে মনস্থ করেছিলেন; এবং এই কারণেই সেই দূতরা সেই নগর পরিদর্শনে এসেছিল। ৪ পদে বলা হয়েছে যে, সদোমের সমস্ত পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক সেদিন রাতে লোটের ঘরের দরজায় জমায়েত হয়েছিল। তাদের এই জমায়েত হবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যে দু'জন লোক সেই রাতে লোটের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, সদোমের পুরুষরা তাদের পরিচয় নিতে চায় (৫ পদ)। এই পরিচয় নেবার অর্থ, তারা কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর লাভ নয়; কিন্তু তাদের সঙ্গে যৌন-কার্যে লিপ্ত হওয়া। স্ত্রী-পুরুষের সহবাসকে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে *"পরিচয় গ্রহণ"* হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (আদি ৪.১; মথি ১.২৫)। কিন্তু এখানে সদোমের আবাল বৃদ্ধ পুরুষেরা লোটের গৃহে আগত সেই দুই ব্যক্তির প্রতি

সেই কাজ করতে চেয়েছে। পুরুষদের মধ্যে এই প্রকার যৌন-কার্যকে (পুংগমন, *homosexuality*) ঈশ্বরের বিধানে মারাত্মক দণ্ডনীয় পাপ বলা হয়েছে (লেবীয় ১৮.২২, ২৯;২০.১৩;রোমীয় ১.২৬;১করি ৬.৯-১০;১তীম ১.১০) । সেদিনের এই ঘটনা লোটের কাছে যে অপ্রত্যাশিত ছিল, তা নয়। কারণ, সদোমের জীবন-যাত্রায় এ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, লোটও এর সঙ্গে খুব ভালোই পরিচিত ছিল। তাই লোট সেই দু'জন দূতকে রাতে চকে রাত্রি যাপন করতে না দিয়ে নিজের ঘরে এনেছিল। একজন বিশ্বাসীর পক্ষে প্রতিদিন এমন ঘটনার মধ্যে বাসবাস করা ঈশ্বরের সঙ্গে সুষ্ঠ সহভাগিতার জীবনের পক্ষে কতখানি বাধাস্বরূপ, তা সহজেই অনুমান করা যায়। অর্থাৎ, সদোমের জীবন-যাত্রা লোটের নিজের আত্মিক জীবনকে অতীষ্ট করে তুলেছিল।

কেবল তাই নয়, দুষ্ট ও পাপীষ্ট সদোমবাসীদের জীবনে বিশ্বাসী লোট কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা ১৯.১২-১৪ পদে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিজের দুই-কণ্যার হবু স্বামীদেরকেও (অর্থাৎ লোটের হবু জামাই) লোট তার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত করতে পারেনি। (৮ পদে লোট নিজের কন্যাদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছে যে তারা কোন পুরুষের পরিচয় অপ্রাপ্তা ছিল, তাই আমরা এই দুজনকে তাদের হবু স্বামী হিসাবে চিন্তা করতে পারি)। অব্রাহামের অনুরোধে মাত্র দশজন ধার্মিকের উপস্থিতিতেও সদোমকে রক্ষা করার কথা ঈশ্বর বলেছিলেন, কিন্তু সদোমের নগরপাল লোট নগরবাসীর জীবনে সামান্য প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি। তার নিকট আত্মীয়রাও তার কথায় বিশ্বাস করেনি। অর্থাৎ, একথা সত্য যে নগরপাল হিসাবে সদোমে লোটের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল প্রচুর, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক প্রভাব ছিল খুবই সামান্য।

লোট যদিও সদোমের মানুষের জীবনে তার বিশ্বাসের কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি, পরিবর্তে, সদোমের জীবন-যাত্রা কিন্তু লোট ও তার পারিবারে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জাগতিক সাচ্ছন্দের প্রতি মোহ লোটকে সদোম ত্যাগে বিলম্বিত করেছিল (১৬ পদ), এবং তার স্ত্রীকে লবণস্তম্ভে পরিণত করেছিল। সদোমের নোংরা জীবন লোটের কণ্যাদের জীবনকে এতখানি প্রভাবিত করেছিল যে, বংশরক্ষার অজুহাত দেখিয়ে তারা তাদের পিতার সঙ্গে অবৈধ আচরণ করতেও দ্বিধা বোধ করেনি (৩০-৩৮ পদ)।

আপনি বা আমিও যখন লোটের মত নিজেদের পছন্দকে আমাদের জীবনে প্রথম স্থান দিই, আমরাও একই প্রকার পরিণতির স্বীকার হই। জগতের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে যদি আমরা আমাদের বিশ্বাস জীবনকে ধরে রাখতে চাই; জগতের প্রতি আমাদের কোন প্রভাব থাকবে না, পরিবর্তে, আমরাই জগতের দ্বারা প্রভাবিত হব। জগতের সঙ্গে আপোষ করতে করতে আমরা আমাদের সত্য পরিচয়ই হারিয়ে ফেলব। আমরা কেউই দু নৌকায় পা দিয়ে চলতে পারি না। যীশু স্বয়ং বলেছেন, *"কেউ দুই কর্তার দাসত্ব করতে পারে না . . . তোমরা ঈশ্বর ও ধন উভয়ের দাসত্ব করতে পার না"* (মথি ৬.২৪)। এই কারণেই পৌল আমাদের *"অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসমভাবে যোঁয়ালিতে বদ্ধ হতে"* নিষেধ করেছেন (২করি ৬.১৪)।

আরও একটি বিষয় আমরা এই অংশ থেকে শিক্ষা পাই। আমাদের নিজেদের পছন্দের দ্বারা আমরা আমাদের কাছের মানুষদের জীবনে প্রভাব ফেলে থাকি। আমাদের প্রতিটি আচরণ আমাদের সন্তানরা লক্ষ্য করে চলেছে। আমাদের জীবনে প্রধান বিষয় কোন্‌টি, তা তারা লক্ষ্য করছে। আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বর বা তাঁর মণ্ড লীকে কতখানি স্থান দিই, আর জাগতিক স্বাচ্ছন্দ বা বিলাসিতাকে কতখানি মূল্য দিই, তা তারা দেখছে। রবিবার মণ্ড লীতে যোগদানের থেকে সিমেনা দেখা বা ক্রিকেট খেলা যদি আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে তার ফল আমরা আমাদের সন্তানদের জীবনে দেখতে বাধ্য।